সাধারণ মানুষের শঙ্কা ও উদ্বেগ দুর করতে হবে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় গভীর রাতে গোয়ালঘরের তালা ভেঙে দুটি গরু চুরির ঘটনাটি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর এক গভীর উদ্বেগের ছায়া ফেলেছে। মেহেরপুর প্রতিদিনসহ কয়েকটি সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানতে পারা যায়, মেহেরপুরের বিভিন্ন গ্রামে এমনকি শহরেও চুরির উপদ্রব বেড়েছে।

এ চুরির ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ ও শঙ্কায় পড়েছেন। ফলে কেবল শহরাঞ্চলই নয়, অপেক্ষাকৃত শান্ত গ্রামীণ জনপদও এখন সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সহজ লক্ষ্যে পরিণত হচ্ছে।

একটি কৃষিপ্রধান দেশে, একটি গরু কোনো সাধারণ সম্পত্তি নয়। এটি কৃষকের বছরের পর বছর ধরে সঞ্চিত মূলধন, জীবিকা নির্বাহের প্রধান অবলম্বন এবং বহু পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ভিত্তি। ঢেপা- পাঙ্গাসিপাড়ের মতো একটি গ্রামে যখন একটি এইড়ে (ষাঁড়) ও একটি গাভিন জাতের গরু চুরি হয়ে যায়, তখন কেবল দুটি প্রাণী হারায় না, বরং একটি বা দুটি পরিবার আর্থিক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে।

এই কৃষকেরা প্রায়শই কষ্টার্জিত অর্থ দিয়ে বা ঋণ করে গরু কেনেন। গভীর রাতে সংঘটিত এই চুরির ঘটনা সেই কৃষকদের কেবল নিঃস্বই করে না, তাদের মনে এক ধরনের অসহায়তা ও নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। এই নিরাপত্তাহীনতা তাদের কৃষিকাজ থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনযাত্রায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

এই ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। গভীর রাতে যখন সংঘবদ্ধ চোরের দল একটি গোয়ালঘরের তালা ভেঙে চুরি করে, তখন বুঝতে হবে যে এলাকায় টহল ব্যবস্থা দুর্বল এবং চোরদের মনে আইনের ভয় কমে আসছে। অপরাধীরা যখন দ্রুত ধরা পড়ে না বা চুরি যাওয়া সম্পদ উদ্ধার হয় না, তখন তা অন্য অপরাধীদের উৎসাহিত করে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থার সংকট তৈরি করে।

স্থানীয় প্রশাসনের উচিত, এই ধরনের স্পর্শকাতর অপরাধের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া এবং এগুলোর পুনরাবৃত্তি রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

নিরাপত্তার এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শুধুমাত্র পুলিশি তৎপরতা যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সামাজিক প্রতিরোধ এবং গণ-সহযোগিতা। চুরি ডাকাতি রোধে প্রতিটি গ্রামে এখন সম্মিলিত উদ্যোগে রাত পাহারার (কমিউনিটি ওয়াচ) ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি।

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মসজিদের ইমাম এবং সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উচিত এই ধরনের উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়া এবং প্রশাসনকে এ ব্যাপারে সহযোগীতা প্রদান করা। এর পাশাপাশি, প্রশাসনকে চোর চক্রের মূল হোতাদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। চুরি যাওয়া গরু উদ্ধারে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলো কিছুটা হলেও স্বস্তি পায় এবং জনমনে আস্থা ফিরে আসে।

গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুরক্ষিত রাখতে হলে কৃষকের সম্পদ সুরক্ষিত রাখা অপরিহার্য। গরু চুরির ঘটনাটি সমগ্র গ্রামীণ জনপদের জন্য একটি সতর্কবার্তা।

এই শঙ্কা ও উদ্বেগ দূর করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। স্থানীয় প্রশাসন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সাধারণ নাগরিক—সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই পারে গ্রামীণ জনপদে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে। কৃষকের চোখে শঙ্কা নয়, বরং তার পরিশ্রমে গড়া সম্পদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হোক রাষ্ট্রের মূল অঙ্গীকার।

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন গতকাল রোববার বিকাল থেকে কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া এলাকায় গণসংযোগে অংশ নেন। এ সময় তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন, তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান।

গণসংযোগকালে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সার্বিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি নির্বাচনি এলাকায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি পরিবারে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে। বিগত সময়ে আপনারা দুঃসময়ে বিপুল ভোট দিয়ে আমাকে সংসদ সদস্য বানিয়েছিলেন। ধানের শীষকে ভালোবেসে যেভাবে ভোট দিয়েছেন, এবারও আমাকে তেমনই ভালোবেসে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন।

আমজাদ হোসেন বলেন, তারেক রহমান আমার মাধ্যমে আপনাদের হাতে ধানের শীষ তুলে দিয়েছেন। ভোটের দিনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে জয়যুক্ত করতে হবে। তাই তারেক রহমানকে ভালোবেসে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিন।

তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছরে আপনাদের ওপর মামলা-মোকদ্দমা, জেল-জরিমানা ও হুলিয়া দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব আর হবে না। তারেক রহমান ও খালেদা জিয়া বলেছেন, কারও ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষকদলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লা, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুল ইসলাম বুলবুল, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল হোসেন বিএসসি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা খাইরুজ্জামান কালাম, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন, যুবদল নেতা মাহফুজ বিশ্বাস রহিদুল, স্থানীয় বিএনপি নেতা গোলাম মর্তুজা, আব্দুল মতিন, শাহিন বিশ্বাস, ওয়ার্ড কৃষকদল নেতা মশিউর রহমানসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

পরে বেতবাড়িয়া বাজারে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আমজাদ হোসেন। পথসভায় এলাকার শত শত নারী-পুরুষ অংশ নেন।

মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, অপকার করি না

বিজিএমইএ ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, আমরা যদি মনে করি আমরা ভালো থাকতে চাই, আমরা যদি মনে করে অত্র এলাকার অবকাঠামো অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি রাস্তা- ঘাটের উন্নয়ন চলমান থাকবে, আমরা যদি মনে করি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে, আমরা যদি মনে করি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে এবং সর্বোপরি অত্র এলাকার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে, তাহলে ধানের শীষের পক্ষে ভোট দিতে হবে।

আজ শুক্রবার বিকেলে গড়াইটুপি ইউনিয়নে পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি। এদিন বেলা ৩টায় মাহমুদ হাসান খান বাবু গড়াইটুপি ইউনিয়নের খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে কে টি জি এম ক্লাব আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলার উদ্বোধন করেন। পরে তিনি গড়াইটুপি ইউনিয়নে বিভিন্ন গ্রামে নির্বাচনী পথসভা করেন।

পথসভায় তিনি আরও বলেন, এই বিশ্বাস আমরা সবাই করি। আমরা এখানে যারা আছি শতকরা ৯০ শতাংশ মানুষ ধরেন এই আদর্শে বিশ্বাস করি। অন্য ১০ জন আমরা কী বলছি সেটা শোনার জন্য এসেছি।এই যে ৯০ জন আমরা এসেছি শতকরা, আমাদের কাজ হবে, আমাদের এই ধানের শীষের প্রতি মানুষের আস্থাটা যাতে বজায় থাকে এবং ছড়িয়ে দেওয়া। আমরা তো এই কয়টা মানুষের ভোটে জিতন না। আমাদের জিততে হলে আমাদের বিশেষ করে যারা মা-বোন যারা বাসায় আছে তাদের সঠিক জিনিসটা বোঝাতে হবে।

জেলা বিএনপি’র সভাপতি বলেন, আপনারা অতীতে দেখেছেন, বিএনপি যখনই ক্ষমতায় এসেছে, যারা বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে আমরা আমাদের নেতা নির্বাচন করেছি, উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছেন, কোনো জায়গায় সফল হয়েছে, কোনো জায়গায় হয়নি। কিন্তু উন্নয়নের নামে, কারও চাকরি-বাকরি দেওয়ার নাম করে, কারও সুপারিশের জন্য কোনো জায়গায় কোনো ধরনের দুর্নীতি আমাদের আগের যিনি এমপি ছিল মোজাম্মেল হক সাহেব, উনি করেছিলেন? না করিনি। উনারই উত্তরশরী আমরা, আমরা একই

আদর্শ বহন করি এবং মানুষের উপকার করার চেষ্টা করি, না পারলে অন্তত অপকার করি না। চলার পথে আমাদের নেতা-কর্মীর আমিসহ কোনো যদি ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে এটা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহমুদ মিলটন, দর্শনা থানা বিএনপির থানা বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খাজা আবুল হাসনাত, সহসভাপতি মো. আক্তার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. মহিদুল জোয়ার্দ্দার, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. খাইরুল হাসান, গড়াইটুপি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. মহাব্বত আলী, সহসভাপতি মো. রবিউল হক, সাধারণ সম্পাদক মো. শরিফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মো. আতিয়ার রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. সাহাজুল হক প্রমুখ।

মেহেরপুরে জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকীতে খাবার বিতরণ

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র উদ্যোগে গরিব, অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। শুক্রবার (৩০ মে) বিকেল ৩টায় মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

মানবিক এ উদ্যোগের নেতৃত্ব দেন জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। খাবার বিতরণকালে তিনি বলেন, “শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ছিলেন দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অগ্রপথিক। তিনি দেশ ও মানুষের কল্যাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা গরিব-অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছি। এভাবেই শহীদ জিয়ার আদর্শকে সমাজে ছড়িয়ে দিতে হবে।”

কর্মসূচিতে আরও উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র আহ্বায়ক কমিটির

সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান ছাতু, ওমর ফারুক, রোমানা আহমেদ, পেশাজীবী আহ্বায়ক নাজমুল হক লিটন, ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি,র সভাপতি আব্দুল সামাদ, ৬ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, ওয়ার্ড বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক, ৭ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি ইয়ারুল হোসেনসহ অন্যান্য নেতাকর্মীরা।

বক্তারা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়ার আত্মত্যাগ ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং তার রেখে যাওয়া আদর্শকে অনুসরণ করে দেশের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠান শেষে শতাধিক অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে খাবার বিতরণ করা হয়। দিনব্যাপী চলা এ কার্যক্রমে বিএনপি’র তৃণমূল পর্যায়ের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”

অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে ঢাকাস্থ “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”। ঢাকায় বসবাসরত হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের মানুষদের নিয়ে ২০২১ সালে যাত্রা শুরু করে এই আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম। “এসো মিলি প্রাণের টানে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে একতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে এগিয়ে চলেছে সংগঠনটি।

প্রতি বছর মিলনমেলা, ইফতার মাহফিলসহ নানা কার্যক্রমের আয়োজন করে ফোরামটি। এবছর অসহায় ও দুস্থ মানুষদের সহায়তা প্রদানকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে সংগঠনটি।

শনিবার সকাল ১০টায় হাটবোয়ালিয়া হাই স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রিন্সিপালের অফিস কক্ষে হাটবোয়ালিয়া অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রামের অসহায় ও দুস্থ মানুষদের চিহ্নিত করে আর্থিক সহায়তা এবং ঈদুল ফিতর

উপলক্ষে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এলাকাবাসী এবং “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম”-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা।

সহায়তা প্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন সাহারবানু, হিয়ারুল ইসলাম, ফাতেমা বেগম, ঝর্না বেগম, আশুরা বেগম, মুসলিমা খাতুন, জমিরন নেছা এবং রহিমা বেগম।

সংক্ষিপ্ত আলোচনায় “হাটবোয়ালিয়া আঞ্চলিক কমিউনিটি ফোরাম” এর সভাপতি নাজমুল হুদা নূর বলেন, “আমাদের এই অগ্রযাত্রাকে সফল করতে যাঁরা সহায়তা করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতে আরও কার্যক্রম হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে, এবং আমরা আশা করি, আপনারা সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন।”

অসহায় মানুষদের সহায়তা কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনাব নুরুল হুদা ডিউক, আবুল কাশেম স্যার, আব্দুস সোবহান, রফিকুল ইসলাম, আব্বাস উদ্দিন, মতিউল হুদা, টিপু সুলতান, মুর্শিদ কলিন, সোহেল হুদা এবং স্থানীয় সাংবাদিকবৃন্দ।

অনলাইনে যুক্ত হয়ে ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান হেলাল বলেন, “সকলের সহযোগিতায় এই কমিউনিটি ফোরাম আরও দূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। যাঁরা এই উদ্যোগকে সফল করতে সহায়তা করেছেন, তাঁদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।”

অর্থ সম্পাদক নেছার উদ্দিন অনলাইনে অনুষ্ঠানের সার্বিক খোঁজখবর নেন। মোবাইল ফোনে খোঁজ রাখেন ফোরামের উপদেষ্টা পরিষদের সমন্বয়ক জনাব মনজুরুল হুদা ও জনাব শরিফুল হুদা।

এছাড়া উপস্থিত থেকে ভূমিকা রাখেন কমিউনিটি ফোরামের সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম, দফতর সম্পাদক ইফতেখার হাশেমী, শাহিন মাহমুদ, তরিকুল ইসলাম ও জাহিদুল ইসলাম।